



## বাঙালীর ঐতিহ্য ধ্বংস করতে যুদ্ধাপরাধীদের চক্রান্ত

কামাল লোহানী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে নানাভাবে বিপন্ন করার পায়তারা চালাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত ও যুদ্ধাপরাধী শক্তি। ওরা তো জানে, এই রক্তেংপল দেশটা আমাদের, কোনভাবেই ওদের হবে না। এদেশের সদাজাহ্নত জনগণ একে আর কখনই পিশাচ শক্তির হাতে তুলে দেবে না। আর জানে বলেই যুদ্ধাপরাধী ধর্মাত্ম হায়েনার দল নবরূপে আবিস্কৃত হয়ে পুরনো কাজগুলোই কেবল নতুন করে করছে না, সেই সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্য, সংগ্রাম, ইতিহাসকে বিকৃত করে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করার খায়েশ নিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। গাঁছড়া বেঁধে নির্বাচন বিজয়ে আজ এমনই পর্যায়ে ওরা উপনীত যে, বিএনপি বুঝতে পারছে না একদিন জামায়াতই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হিসাবে ওদের সামনে দাঁড়াবে। সেদিন ঠেকাতে কূল পাবে না। দিনটি বেশি দূরে নয়। ... জেলা-উপজেলায় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই ওদের উপলব্ধি, তাই বিএনপির তরুণ কিংবা মাঠ পর্যায়ের অনেক নেতাকর্মীই জামায়াতকে সহ্য করতে পারে না। তাদের ধারণা, বিএনপিকে এবার যদি হারতে হয়, তবে জামায়াতের জন্যই। কারণ জামায়াত নিজে যা করছে তা নাশকতামূলক আর ঐ সন্ত্রাসের অনুমোদন দিচ্ছে বিএনপির সুউচ্চ নেতৃত্ব। কিছু প্রবীণও কথা বলতে শুরু করেছেন। খালেদা জিয়ার ধর্মক খেয়ে খানিকটা চেপে যাচ্ছেন তবে নাক খফতা দেননি। বরঞ্চ শোনা যাচ্ছে নমিনেশনতক্ অনেকেই অপেক্ষা করবেন, রিএন্ট করবেন তারপর। একটা বড় দলের সংযোগ কিংবা সমর্থন হুট করে ছেড়ে দিলে তো তারও বিপর্যয় ঘটতে পারে। সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ে জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে বিএনপি-ছাত্রদলের বেমক্লা লড়াই-ফ্যাসাদ হয়ে গেলেও 'মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না' এই নীতিতে বন্ধুত্ব পুনর্সংস্কার করে নিচ্ছে। অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছেই। সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

বিএনপিকে দিয়ে যেসব কাজ করিয়ে নিচ্ছে, তার মধ্যে জামায়াত নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এ ছাড়া যা যা করতে চাইছে, তার অনুমোদন নিয়ে নির্বিবাদে করে যাচ্ছে অথবা করিয়ে নিচ্ছে। বিএনপি জামায়াতকে ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না। আর তাই বাড়তে বাড়তে জামায়াত বা জেএমবি মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত বিজয়কে খর্ব করতে বিজয় দিবস বা এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান পণ্ড করতে এবার হুমকি দেয়ার সাহস পেয়েছে। কোন স্কুল বা অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বহু অনুষ্ঠান পণ্ড করার খবর এসেছে কাগজে। এ ছাড়া যাত্রানুষ্ঠান, অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা জামায়াত করছে না, তাতে তাদের আপত্তি এবার।

২

বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙালীর চিরন্তন ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যকে ভাঙতে পারেনি কোন রাজ-রাজন্য কোনদিন। কিন্তু প্রযুক্তির উন্ময়ন কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান যত বিস্তৃত হয়েছে ততই এদেশের গ্রামবাংলার পরিবেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতিকে কলুষিত করার অপপ্রয়াসে মগ্ন হয়েছে ক্ষমতাদর্পী সব শাসক। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, সাময়িক সাফল্যের আনন্দের তৃপ্তি লাভ করতে বাধ্য হয়েছে ওরা। তেমনি পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মুসলিম লীগের কাছ থেকে ভারতের খণ্ডাংশকে পাকিস্তান নামে সম্বোধন করে তৃপ্তি লাভ করেছিল। সেই খণ্ডাংশের খানিকটা ছিল পূর্ব বাংলা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বানাবার জন্য যখন ওরা মাতৃভাষা বাংলার ওপর চড়াও হতে চাইল, আমরা রুখে দিলাম। সেই সালাম-বরকতের রক্ত মাত্র বিশ বছরেই জন্ম দিল অসংখ্য মুক্তির যুদ্ধ লড়াবার অকুতোভয় জঙ্গী জোয়ানের। জান বাজি রেখে ওরা শত্রুকে পরাজিত করে প্রিয়তম স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনল। দখলদার পাকিস্তানীদের হাত থেকে দেশমাতৃকাকে পুনরুদ্ধার করলাম।

চৌত্রিশ বছর চলে গেল, এখনও ষাট বছর আগের সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দিয়ে যাওয়া আইনকানুন, লেখাপড়া, আচার-আচরণ, বাজার-অর্থনীতি কিছুই পাল্টাতে পারলাম না। বিজয়ী বাঙালী জাতির ওপর অতর্কিত আক্রমণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকল্পিত সার্জসজ্জা ও ছক তৈরি করার সময় দিল না। প্রত্যাশা তো ছিল। ব্যক্ত হয়েছে আন্দোলনে সংগ্রামে। তার রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। তাই যারা সেদিন মুক্তিযুদ্ধ আর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ছিল দালাল, কসাই-ঘাতক হিসাবে, তারাও জুড়ে গেল হানাদার বাহিনীর তাঁবেদার হয়ে। আজ তারাই প্রবল প্রতাপে রাজনীতি থেকে সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি- সকল ক্ষেত্রে আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সবকিছুকে গ্রাস করতে।

৩

নদীমেখলা শস্যশ্যামলা এই বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গড়ে উঠেছে হাজার বছরের সযত্ন লালিত ঐতিহ্য ও কৃষ্টি। সংগ্রাম সংস্কৃদ্ধ ইতিহাস এই বাংলার। বিজ্ঞানের প্রগতিককে ধারণ করতে গিয়ে নদীকে খোয়াতে বসেছি। চর চলে যাচ্ছে ভূমিদস্যুদের কবলে। পলি জমেছে সেই চরে। উর্বরা ফসলের ক্ষেত সেখানে হাতছানি দেয় না, তার আগেই দস্যুবৃন্দের কবলে সে লালিত হয়। ট্রাস্টের শব্দে, ডিজেলের গন্ধে আর আধুনিক রোপণ কুশলতায় মাঠ থেকে তো প্রায় বিতাড়িত সেই ঐতিহ্যবাহী কৃষক, যারা মাথাল মাথায় লাঙ্গল কাঁধে ছুটতেন মাঠ পানে, সূর্য ওঠার আগে।

আমাদের তো কৃষিপ্রধান দেশ। অর্থনীতি নির্ভর করে এই কৃষিরই ওপর। কৃষক, জমিন আর উৎপাদিত ফসলই তো বাঙালী জীবনের বারো মাসে তেরো পার্বণের নেমন্তন্ন জানায় অন্যদের। মেলা, পর্ব, উৎসব, আনন্দানুষ্ঠানে পরিপূর্ণ বাঙালীর চনমান সুখ-দুঃখের জীবন। আমাদের দেড় হাজার বছরের অগুণতি উৎসব প্রাণভরা সাহস দিয়েছে বাঙালী জাতিকে। নাচে, গানে, নাটকে, যাত্রায় উচ্চকিত দিনরাত যে বাঙালীর, জীবনের যে কোন সংগ্রামে মুকুন্দ দাসের গান, আর গণসঙ্গীত যাদের দিয়েছে লড়াইয়ের হাতিয়ার- সেই বাঙালীর কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকেরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে ভাষাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, বিদেশী অপসংস্কৃতিকে চাপাতে চেয়েছিল আমাদের গোটা জাতির ওপর। ওদেরও আমরা বিতাড়িত করেছি এই বাংলার মাটি থেকে। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা এবং অক্ষম পরিচালনার কারণে দেশে পতন হলো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার। মুক্তিযুদ্ধ বিকৃত হতে শুরু করল। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি ক্রমশ বিভক্ত হতে থাকলাম। সুযোগ বুঝে প্রতিপক্ষ পরাজিত যুদ্ধাপরাধীরা ক্রমশ যুথবদ্ধ হয়ে নিজেদের পথ তৈরি করে ফেলল।... আজ ওরা আমাদের গণসঙ্গীত কিংবা প্রগতিশীল নাটক পর্যন্ত ছিনতাই করে তাতেই নিজের মতন প্রয়োজনীয় শব্দ সংযোজন করে প্রচার করে যাচ্ছে। ... ব্যাভ গানে ছেয়ে গেছে। বিলাপের মতন ছড়াচ্ছে চতুর্দিকে, তরুণদের গ্রাস করছে। এমন তো ছিল না সেইদিন। এই তরুণ কর্মীরাই তো ছিল সম্পদ রাজনৈতিক লড়াইয়ের। রাজপথ দখল করে এই তো সেদিনও জীবন গান গাইত এরাই, স্লোগানে কণ্ঠ ছিল উচ্চকিত। আজ কেন আমরা সবাই নির্জীব?

৪

উদীচীর যশোর সম্মেলনে ১০ জন নিরীহ মানুষ হত্যা করে কিংবা রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণে ১০ জনের জীবনদান, পল্টনে সিপিবির সভায় বোমা হামলায় অসংখ্য প্রাণহানি, ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলায় ২২ জন নিহত, ১৭ আগস্ট সারাদেশে একই সময় প্রায় পাঁচ শ' বোমা বিস্ফোরণে ছিল এতদিনের রেকর্ড, ইতিহাস। কিন্তু ৮/১২তে নেত্রকোণায় উদীচী অফিসে আবার হামলা এবং ৯ জনের প্রাণহরণ কি প্রমাণ করে? আমরা কি সুখে আছি? নিশ্চিত মনে আমাদের সন্তান-সন্ততি কিংবা নতুন প্রজন্ম পারছে কি জীবন পরিক্রমায় অংশ নিতে? আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বিস্তীর্ণ সবুজের জমিনে নিরন্তর বিচরণ করতে?

না, পারছি না। পারছে না কেউ। এই নিরাপত্তাহীনতা রাজনীতিহীনতার দায় থেকেই সৃষ্ট; সুতরাং রাজনীতি মনস্ক হতে হবে আমাদের সকলকে। অর্থাৎ আমরা তো চাই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনীতি। আজ তার কোনই হৃদিস নেই। আমাদের যদি সত্যিই দেশপ্রেম থাকে তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল মানুষকেই আজ এই জাতির মহাসঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। যদি ব্যর্থ হই, তবে বাঙালী পরিচয় আমাদের বৃথাই।

৫

জামায়াত তথা জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কিংবা হরকত-উল-জিহাদ, খতমে নবুওয়াত ইত্যাকার উগ্রপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠী আজ সুপারিকল্লিতভাবে ছক কেটে নিজেদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং চরম লক্ষ্যে আল্লামার আইন ও হুকুমাত প্রতিষ্ঠার তজুরবা নিয়ে মন্জিলে মকসুদে পৌছাবার নিয়তে নিজের জান কোরবান করার জন্য কাতারবন্দী হয়েছে ঐ বিধর্মী মন্হসদের সঙ্গে। ওরা ধরা পড়ার পর হয়তবা বস্তৃতই উপলব্ধি করছে অথবা ওদের শিক্ষাই অমন : ধরা পড়লেই সব স্বীকার করে নেবে এবং ষড়যন্ত্রগটঠমর্ল জানতে চাইলে ক্যাডারদের কথা বলে রেহাই পেয়ে যাবার পথ খুঁজবে। এ কৌশল বুঝি এখন কার্যকর করেছে এবং তাতে ফায়দাও হচ্ছে। ওদের রিমাভে নেয়ার পর 'যদুমধুশ্যাম'রা অনেকেই ধরা পড়েছে কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের খবর বলছে না। সানি, মুফতির সর্বোচ্চ 'তফর'দের খোঁজ জানে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না।... পুলিশ এক্ষেত্রে ওদের সহায়ক। সরকারের সমর্থক পুলিশী-গোয়েন্দারা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিলে এসপি ধরে না। আবার কোটি কোটি টাকার সরকারী 'এনাম' ঘোষণার পর আজ তো বহুদিন ওজরান হয়ে গেল কিন্তু গাছের ফল কোন পরিচয় বহন করতে পারছে না। বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমান এঁরা কেউ ধরা পড়ছে না। ওদের 'জুতো' ধরা পরছে কিন্তু ওদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

লুৎফুজ্জামান বাবর তো আর বলছেন না, বাংলা ভাইরা সাংবাদিকদের সৃষ্টি। তাও কেন ধরা পড়ছে না। বাবর, দুলু এরা বোধ হয় ভাল বলতে পারবেন, কেন ওরা ধরা পড়ছে না। ধরা পড়া তো দূরের কথা, শুনছি ওরা ইদানীং কয়েক মাসের ধরপাকড়ে কিছুটা হলেও বিপন্ন হয়েছে। স্থান বদলাতে হচ্ছে বার বার। চেহারা পাল্টাচ্ছে। নাম আমরা যা জানি, তাই কি আছে? আমার বিশ্বাস, নেই। অন্য নাম ধারণ করেছে। বেশভূষা পাল্টেছে। নতুন করে ওদের 'চেন অব কম্যান্ড' স্থির করে তৃণমূল পর্যায়ে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজ নিশ্চিত করেছে। তাই ফোটানো আর মানুষ মারার কাজটা এখন একটু বন্ধ। কৌশল পাল্টাচ্ছে। মধ্যবর্তীকালে উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা-যাত্রা ইত্যাদির ওপর যে হামলা চালিয়েছে এবার ধমকে পাল্টে জেলা প্রশাসনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিচ্ছে। এই তো সেদিন কিনাইদহ থেকে ফোন পেলাম বিজয় দিবস নয়, নিজেদের সম্মেলন-সমাবেশ করতেও জেলায় জেলায় বাধা দেয়া হচ্ছে। বিজয় দিবস তো কেটেই গেল। কিন্তু এই হুমকি-ধমকি মোকাবেলার কোন কর্মসূচী কোন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দল, প্রতিষ্ঠান, জোট বা ফ্রন্ট কেউই গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বিজয়োৎসব এবার কাটছাঁট করা হয়েছে। বাজি পোড়ানো বন্ধ ছিল। যুক্তি হিসাবে যদি কেউ বলেন, অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের দিতে চান না কিংবা শিল্পীরা সাহস দেখাতে পারছেন না, তবে বলব, নিহায়তই এড়িয়ে চলার অজুহাত। কোথায় কোন্‌দিন এমন পরিস্থিতিতে সংগ্রাম ছাড়া জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? যে নিরাপত্তার কথা ভেবে অন্যের ওপর সব চাপিয়ে দিতে চাইছেন, সেটাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে আসুন কর্মসূচী নিয়ে, মানুষ আপনাদের সঙ্গে আছেন।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে রক্ত করার পর কি কেউ ভেবেছিল খাস মুসলিম লীগ সমর্থক স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষেপে যাবেন? আমরা তো সেই লড়াইয়ের উত্তরাধিকারী। আমরা মুক্তিসেনা, একাত্তর ভুলে যাই কেন? সামনে আসছে সেই একুশ। একুশে বইমেলা। নিরাপত্তার অজুহাত দেয়া যাবে না। কোমর বাঁধ, তৈরি হও। নিরাপত্তা সরকারের দায়িত্ব, ব্যর্থ হলে পতনে পূরণ হবে সেই অক্ষমতা, জনতার আদালতেই তার বিচার হবে।

[লেখক সাংবাদিক ও কলামিস্ট]

জানুয়ারি ৮, ২০০৬